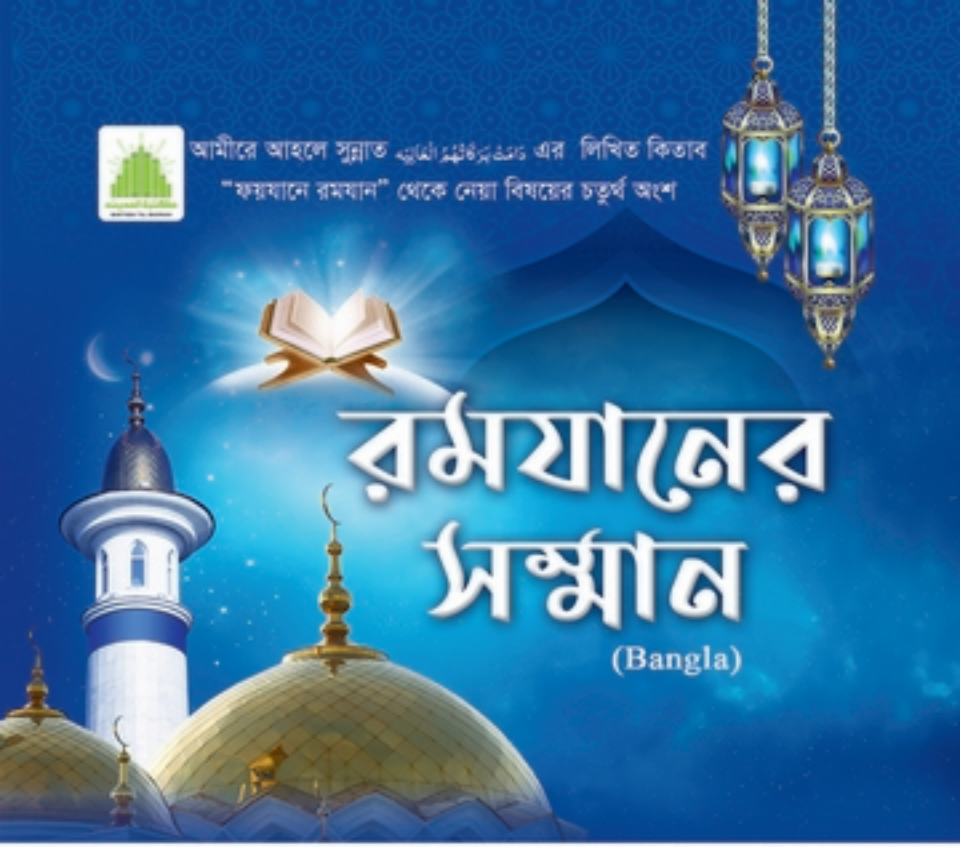

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

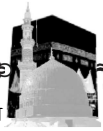

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"ফয়যানে রমযান"** এর ৪৮-৭৭ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

রমযানের সম্মান

আত্তারের দোয়া

হে **দয়ালু আল্লাহ**! যে ব্যক্তি **"রমযানের সম্মান"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার সারা জীবনের রোযা নামায কবুল করে তাকে রমযানের ভালবাসায় সিক্ত করো। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে। (তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রহমত প্রার্থীগণ! যখন **আল্লাহ পাক** ক্ষমা করতে চান তখন নেকী বাহ্যিকভাবে যতই ছোট হোক না কেন, **তিনি** সেই কারণেই অনুগ্রহ প্রদান করেন। যেমনটি **এক মহিলাকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিলো।** (বুখারী, ২/৪০৯, হাদীস ৩৩২১) এক হাদীসে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: "এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে

www.dawateislami.net

একটি গাছ এজন্যই সরিয়ে দিয়েছে, যেন লোকেরা এর জন্য কষ্ট না পায়। **আল্লাহ পাক** খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" (মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯১৪) অপর এক সহীহ হাদীসে তাগাদায় (অর্থাৎ ঋণ আদায়ে) নম্রতা অবলম্বনকারী এক ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের ঘটনাও এসেছে। (বুখারী, ২/১২, হাদীস ২০৭৮) **আল্লাহ পাকের** রহমতের ঘটনাবলী সংকলন করতে গেলে তা এতো বেশী হবে যে, জমা করা অসম্ভব হয়ে যাবে।

মুছদা বাদ এ্যয় 'আ'ছিয়ো! শাফে'য়ে শাহে আবরার হে
তাহনিয়াত এ্যয় মুজরিমো! জা'তে খোদা গাফ্ফার হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আযাব থেকে মুক্তি লাভের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **আল্লাহ পাক** দয়া করতে চান তখন এমনও কারণ বানায় যে, যেকোন একটি আমলকে নিজের দরবারে কবুলিয়্যতের মর্যাদা প্রদান করেন, অতঃপর এরই ভিত্তিতে তার প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এখন একটি হাদীসে মুবারাকা পেশ করা হচ্ছে, যাতে এমন অসংখ্য লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা কোন না কোন নেকীর কারণে **আল্লাহ পাকের** পাকড়াও থেকে বেঁচে গেছে আর **আল্লাহ পাকের** রহমত তাদেরকে আবৃত করে নিয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন

www.dawateislami.net

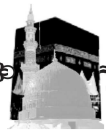

সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; একদা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আজ রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি যে,

১. এক ব্যক্তির রুহ কবয করার জন্য মালাকুল মওত (عَلَیۡہِ السَّلَام) আসলো, কিন্তু তার **মাতা পিতার আনুগত্য** সামনে এসে গেলো এবং সে বেঁচে গেলো।

২. এক ব্যক্তিকে কবরের আযাব ঘিরে ফেললো, কিন্তু তার **ওযু** (রূপী নেকী) তাকে রক্ষা করলো।

৩. এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ফেললো, কিন্তু **আল্লাহ পাকর যিকির** (করার নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো।

৪. এক ব্যক্তিকে আযাবের ফিরিশতারা ঘিরে নিলো, কিন্তু তাকে (তার) **নামায** রক্ষা করলো।

৫. এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রচন্ড পিপাসায় জিহ্বা বের হয়ে ছিলো আর একটি হাওযে পানি পান করার জন্য যেতো, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, এর মধ্যে তার **রোযা** এসে গেলো (আর এ নেকী) তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলো।

৬. এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَیۡہِ السَّلَام) বৃত্তাকারে বসে ছিলেন, সেখানে তাঁদের নিকট যেতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো, এর মধ্যে তার **ফরয গোসল** (করা) এলো আর (তার এ নেকী) তাকে আমার নিকটে বসিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

৭. এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তার সামনে পেছনে, ডানে বামে, উপরে নিচে অন্ধকারই অন্ধকার এবং সে অন্ধকারে হতভম্ব ও পেরেশান, তখন তার **হজ্ব ও ওমরা** এসে গেলো আর (এ নেকী) তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে পৌঁছিয়ে দিলো।

৮. এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলছিলো না, তখন **আত্মীয়তার বন্ধন** (অর্থাৎ আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করা নেকী) মু'মিনদেরকে বললো: তোমরা তার সাথে কথাবার্তা বলো। সুতরাং মুসলমানরা তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো।

৯. এক ব্যক্তির শরীর ও চেহারার দিকে আগুন এগিয়ে আসছিলো আর সে তার হাত দ্বারা তা দূর করছিলো, তখন তার **সদকা** এসে গেলো এবং তার সামনে ঢাল হয়ে গেলো আর তার মাথার উপর ছায়া হয়ে গেলো।

১০. এক ব্যক্তিকে 'যাবানিয়্যা' (অর্থাৎ আযাবের বিশেষ ফিরিশতারা) চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো কিন্তু তার اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (অর্থাৎ সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান) এর নেকী এসে উপস্থিত হলো এবং তা তাকে রক্ষা করলো এবং রহমতের ফিরিশতাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো।

১১. এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে হাঁটুর উপর ভর করে বসা ছিলো, কিন্তু তার এবং **আল্লাহ পাকের** মধ্যভাগে পর্দা রয়েছে, অতঃপর তার **সৎচরিত্র** আসলো, এই (নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো এবং **আল্লাহ পাকের** সাথে মিলিয়ে দিলো।

www.dawateislami.net

১২. এক ব্যক্তিকে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হচ্ছিলো, তখন তার **খোদাভীতি** এসে গেলো এবং (এই মহান নেকীর বরকতে) তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হলো।

১৩. এক ব্যক্তির নেকীর ওজন হালকা হচ্ছিলো, কিন্তু তার **দানশীলতা** এসে গেলো এবং নেকীর ওজন ভারী হয়ে গেলো।

১৪. এক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়ানো ছিলো; কিন্তু তার **খোদাভীতি** এসে গেলো এবং সে বেঁচে গেলো।

১৫. এক ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হলো; কিন্তু তার **খোদাভীতিতে** পতিত **অশ্রু** এসে গেলো আর (এ অশ্রুর বরকতে) সে বেঁচে গেলো।

১৬. এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো এবং গাছের ডালের মতো কাঁপছিলো; কিন্তু তার **আল্লাহ পাকের** প্রতি **ভাল ধারণা** এসে গেলো, এবং (এই নেকী) তাকে রক্ষা করলো এবং সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো।

১৭. এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছিলো, তখন তার নিকট আমার প্রতি **দরূদ শরীফ** পাঠ করা এসে গেলো এবং (এই নেকী) তাকে দাঁড় করিয়ে পুলসিরাত পার করিয়ে দিলো।

১৮. আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছলো, তখন তা তার জন্য বন্ধ ছিলো, তখন তার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এসে গেলো এবং তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হলো আর সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

www.dawateislami.net

চোগলখোরীর কষ্টদায়ক শাস্তি

১৯. কিছু মানুষের ঠোঁট কাটা হচ্ছিলো, আমি জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? তখন তিনি বললেন: এরা মানুষের মাঝে **চোগলখোরী** করতো।

গুনাহের অপবাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি

২০. কিছু মানুষকে তাদের জিহবার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, আমি জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: এরা মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহের অপবাদ দিতো।" (শরহুস সূদূর, ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা)

কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পিতামাতার আনুগত্য, ওযু, নামায, **আল্লাহ পাকের** যিকির, হজ্ব ও ওমরা, আত্মীয়তার বন্ধন, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান), সদকা, সৎচরিত্র, দানশীলতা, **খোদাভীতিতে** কান্না করা, তদুপরি **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভাল ধারণা ইত্যাদি নেকীর কারণে **আল্লাহ পাক** আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করেন এবং কষ্ট ও আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে এটা হচ্ছে **তাঁর** অনুগ্রহ ও বদান্যতার ব্যাপার, **তিনি** মালিক ও মুখতার, যাকে চান ক্ষমা করে দেন, যাকে চান শাস্তি দেন, এসবই **তাঁর** ন্যায় বিচার। যেভাবে **তিনি** কোন নেকীর প্রতি খুশী হয়ে আপন দয়ায় ক্ষমা করে দেন, সেভাবেই কোন গুনাহের কারণে যখন **তিনি** অসন্তুষ্ট হয়ে যান তখন **তাঁর** কহর ও

গযবে জোশ চলে আসে, অতঃপর **তাঁর** পাকড়াও খুবই কঠোর হয়ে থাকে। যেমনটি এখন উল্লেখিত দীর্ঘ হাদীসের শেষভাগে চুগলখোরদের এবং অন্যদের প্রতি গুনাহের অপবাদ প্রদানকারীর পরিণতি কিরূপ হলো। সুতরাং বুদ্ধিমান হচ্ছে সে-ই, যে বাহ্যিকভাবে কোন ছোট নেকী হলেও তা বর্জন করে না, কেননা হতে পারে এই নেকীই মুক্তির উপায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে বাহ্যিকভাবে গুনাহ যতোই সামান্য হোক না কেন, তা কখনোই করে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহগারদের ৪টি ঘটনা

১. কবর আগুনে ভরে গেলো!

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** বান্দাদের মধ্যে এক বান্দাকে কবরে একশ'বার চাবুক মারার আদেশ দেয়া হলো, সে **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করতে রইলো এমনকি এক চাবুকে নেমে এলা, যখন একবার চাবুক মারা হলো, তখন তার কবর আগুলে ভরে গেলো, যখন আগুন শেষ হয়ে এলো এবং সেই বান্দা সুস্থ্য হলো তখন সে (ফিরিশতাদের) জিজ্ঞাসা করলো: আমাকে কেন এই চাবুক মারা হলো? তখন তারা উত্তর দিলো: **একদিন তুমি অপবিত্র অবস্থায় (অর্থাৎ ওযু বিহীন) নামায পড়ে নিয়েছিলে এবং অত্যাচারিতের পাশ দিয়ে তোমার গমন হয়েছিলো কিন্তু তুমি তাদের সাহায্য করোনি।**

(শরহে মাশকিলূল আ'সার লিত তাবারানি, ৮/ ২১২, হাদীস ৩১৮৫। আয যাওয়াজির, ২/২৩৬)

www.dawateislami.net

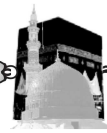

২. ওজনে অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ বলেন: একজন ফসল পরিমাপকারী এই কাজ ছেড়ে দিলো এবং **আল্লাহ পাকর** ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলো। যখন সে মৃত্যুবরণ করলো, তখন তার কিছু বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: "আমার ওই দাড়িঁপাল্লা, যা দিয়ে আমি ফসল ইত্যাদি ওজন করতাম, তাতে আমার অসাবধানতার কারণে কিছু মাটি লেগে গিয়েছিলো, আমি তা পরিস্কার করাতে অলসতা করেছি, ফলে প্রতিবার মাপার সময় ওই মাটির সমপরিমাণ মাল কম হয়ে যেতো। আমি এই অপরাধের কারণেই শাস্তিতে গ্রেফতার হয়েছি। (তাম্বীহুল গা'ফিলিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

৩. কবর থেকে চিৎকারের শব্দ

এরূপ আরেক ব্যক্তিও তার দাঁড়িপাল্লা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিস্কার করতো না এবং এভাবেই মাল মেপে দিয়ে দিতো। যখন সে মরে গেলো, তখন তার কবরে আযাব শুরু হয়ে গেলো, এমনকি **লোকেরা তার কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনতো।** কিছু নেককার বান্দার رَحِمَهُمُ الله কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনে দয়া হলো এবং তারা সেই লোকটির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলো, আর সেই দোয়ার বরকতে **আল্লাহ পাক** তার আযাব দূর করে দিলেন। (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

হারাম উপার্জন কোথায় যায়?

আলোচিত দু'টি ভয়ানক ঘটনা থেকে ওইসব লোকেরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করুন, যারা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়। মুসলমানরা! ওজনে কারচুপি করলে অনেক সময় বাহ্যিকভাবে মালে কিছুটা লাভ দেখাও যায় কিন্তু এমন লাভ কী কাজের! অনেক সময় দুনিয়াতেও এ ধরণের সম্পদ ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। হতে পারে ডাক্তারের ফিসের মাধ্যমে, রোগের ঔষধের মাধ্যমে, পকেটমারের মাধ্যমে, চোর কিংবা ঘুষখোরদের হাতে এসব টাকা চলে যা! এবং পাশাপাশি مَعَاذَاللّٰه আখিরাতের কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১২ পৃষ্ঠা)

আগুনের দু'টি পাহাড়

তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছে: "যে ব্যক্তি ওজনে খেয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আগুনের দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে: এ পাহাড় দু'টি ওজন করো! যখন ওজন করতে থাকবে, তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে।" **(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১০/৩৬৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে ভাবুন! সংক্ষিপ্ত জীবনে কয়েকটি নগন্য টাকা উপার্জনের জন্য যদি ওজনে কারচুপি করেন, তাহলে কেমন কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে। আজ সামান্যতম গরমও সহ্য হয়না, তবে জাহান্নামে আগুনের পাহাড়ের উত্তাপ কিভাবে সহ্য হবে!

www.dawateislami.net

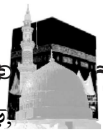

আল্লাহ পাকের ওয়াস্তে! নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে সম্পদের লোভ থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় অবৈধ মাল উভয় জাহানে শাস্তিরই মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে।

৪. খড়-খুটোর বোঝা

প্রসিদ্ধ তাবেঈ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "বনী ইসরাঈলের এক যুবক গুনাহ থেকে তাওবা করলো, অতঃপর ৭০ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ইবাদতে লিপ্ত রইলো, রাতে জাগতো এবং দিনে রোযা রাখতো, **কোন ছায়ায় বিশ্রাম নিতো না, কোন ভাল খাবার খেতো না।** যখন তার মৃত্যু হলো, তখন তার কিছু বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللّٰہُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: "**আল্লাহ পাক** আমার হিসাব নিলেন, তারপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্ত একটি খড়, যা দ্বারা আমি এর মালিকের বিনা অনুমতিতে দাঁত খিলাল করেছিলাম (আর এই বিষয়টি হুকুকুল ইবাদের অর্ন্তভূক্ত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়নি, এই কারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে।"

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, ৫১ পৃষ্ঠা)

পাপ শুধু পাপই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! একজন আবিদ ও যাহিদ (ইবাতদকারী) এবং নেককার বান্দাকে শুধুমাত্র একারণেই জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে যে, সে একটি নগণ্য খড়ের মালিকের

www.dawateislami.net

অনুমতি ছাড়া তা দ্বারা দাঁত খিলাল করেছিলো অতঃপর ক্ষমা না করিয়েই মৃত্যুবরণ করে নিয়েছে। ভাবুন তো একটু! গভীরভাবে চিন্তা করুন!! একটি খড়ের টুকরো কি জিনিষ! আজকাল তো লোকেরা কতযে মূল্যবান আমানত আত্মসাত করে যাচ্ছে এবং সামান্যতম দ্বিধাও করছে না।

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

ঋণ পরিশোধে অবকাশ না নিয়ে দেরী করা গুনাহ

ওহে মুসলিমরা! ভয় করো! **হুকুকুল ইবাদ** (অর্থাৎ বান্দাদের হক) এর ব্যাপারটি খুবই কঠিন, যদি কোন বান্দার সম্পদ আত্মসাৎ করে নিই, বা তাকে গালি দিই, চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাই, ধমক দিই, সাঁশিয়ে দিই যার কারণে তার মনে কষ্ট পায়। মোটকথা, যেকোনভাবেই হোক না কেন শরীয়ত সম্মত অনুমতি ছাড়া কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি কিংবা শরীয়তের অনুমতি ছাড়া ঋণ আত্মসাৎ করি বরং ঋণদাতার বিনা অনুমতিতে বা সঠিক অপারগতা ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করি, এ সবই বান্দার হক বা প্রাপ্য বিনষ্ট করা। ঋণের বিষয়টি আসলো যখন তবে এটাও বলি যে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"কিমিয়ায়ে সা'আদাত"** এ উদ্ধৃত করেন: "যে ব্যক্তি ঋণ নেয় এবং এই নিয়্যত করে যে, আমি সঠিকভাবে আদায় করবো, তবে **আল্লাহ পাক** তার নিরাপত্তার জন্য কিছু ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন আর তারা দোয়া করে যে, এর ঋণ শোধ হয়ে যাকে।" (ইত্তিহাফুস সা'আদাত,

www.dawateislami.net

৬/৪০৯) এবং যদি ঋণগ্রহিতা ঋণ আদায় করতে পারে তবে ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া যদি এক মুহূর্তও বিলম্ব করে তবে গুনাহগার ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। সে রোযাবস্থায় হোক বা ঘুমানে অবস্থায় হোক আর তার ইপর **আল্লাহ পাকে**র অভিশম্পাত বর্ষিত হয়। এই গুনাহ তো এমন যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার সাথেই থাকে। যদি নিজের সম্পদ বিক্রি করে ঋণ আদায় করা যায় তবে তাও করতে হবে, যদি এরূপ না করে তবে গুনাহগার হবে। তার এই কাজ কবীরাহ গুনাহের অর্ন্তভূক্ত, কিন্তু লোকেরা একে নগন্য মনে করে থাকে।"

(কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ১/৩৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিন পয়সার শাস্তি

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঋণ পরিশোধে অলসতা এবং মিথ্যা বাহানা ও দলীল উপস্থাপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যায়েদ ফাসিক ও গুনাহগার, কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী, অত্যাচারী, মিথ্যুক, শাস্তির যোগ্য, এর চেয়ে বেশি আর কি (খারাপ) উপাধী সে নিজের জন্য চায়! যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় এবং মানুষের ঋণ তার উপর থেকে থাকে, তবে তার সমস্ত নেকী তার (ঋণদাতার) চাওয়া অনুযায়ী দিয়ে দেওয়া হবে এবং কিভাবে দেওয়া হবে (অর্থাৎ কিভাবে দেয়া হবে তাও শুনে নিন) প্রায় তিন পয়সা ঋণের বিনিময়ে **সাতশত জামাআত সহকারে**

www.dawateislami.net

আদায়কৃত নামায (দিয়ে দিতে হবে)। যখন তার (ঋণ আত্মসাৎকারীর) নিকট নেকী অবশিষ্ট থাকবে না তখন ঐ ব্যক্তির (ঋণদাতার) গুনাহ তার (ঋণ গ্রহীতার) মাথার চাপিয়ে দেয়া হবে এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯)**

মত দাবা করযা কিসি কা না বাকার
রোয়ে গা দোযখ মে ওয়ারনা যার যার

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় কারো দায়িত্বে অণু পরিমাণ অত্যাচারীও যতক্ষণ পর্যন্ত মযলুমকে মানিয়ে নিবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। অবশ্য, **আল্লাহ পাক** যদি চান, তবে আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতায় কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মাঝে মিমাংসা করিয়ে দিবেন, অন্যথায় সেই অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর নেকী দিয়ে দেয়া হবে, যদি তাতেও অত্যাচারিত কিংবা অত্যাচারিতদের প্রাপ্য পরিশোধ না হয়, তবে অত্যাচারিতদের গুনাহ অত্যাচারীর মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে আর তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ

কিয়ামতে অসহায় কে?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি জানো যে, অসহায় কে?" সাহাবা কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে গরীব তো সে-ই, যার নিকট দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও

www.dawateislami.net

পার্থিব মাল-পত্র নেই।" তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসহায় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু পাশাপাশি সে কাউকে গালিও দিয়েছে, কারো প্রতি অপবাদও লাগিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, একে খুন করেছে, তাকে মেরেছে, আর এসব গুনাহের পরিবর্তে তার নেকীগুলো নিয়ে নেয়া হবে, অতঃপর যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায় আর আরো প্রাপক অবশিষ্ট থাকে, তখন তাদে (অত্যাচারিতদের) গুনাহ নিয়ে তাকে (অর্থাৎ অত্যাচারীকে) অর্পণ করা হবে, অতঃপর সেই (অত্যাচারী) লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" **(মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৮১)**

'অত্যাচারী' দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

মনে রাখবেন! এখানে 'অত্যাচারী' দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু খুনী, ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসীরাই নয়, বরং যে ব্যক্তি কারো সামান্য হকও বিনষ্ট করেছে, যেমন: কারো এক আধ পয়সা আত্মসাৎ করেছে, ঠাট্টা করেছে বা শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কাউকে ধমক দিয়েছে অথবা রাগান্বিত হয়ে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে কষ্ট দিয়েছে, তারাও অত্যাচারী। এখন এটা অন্য বিষয় যে, যার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা হয়েছে সেই 'মযলূম'ও যদি ঐ 'অত্যাচারীর'র কোন হক বিনষ্ট করে থাকে, এমতাবস্থায় উভয়ে একে অপরের হকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'অত্যাচারী'ও এবং 'মযলূম'ও।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ উনাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: "কোন দোযখী দোযখে এবং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার হকের বিনিময় আদায় করবে না।" অর্থাৎ যে কারো হকই যে কেউ গ্রাস করেছে, তার মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তাম্বীহুল মুগতারীন, ৫১ পৃষ্ঠা) **হুকুকুল ইবাদ** (অর্থাৎ বান্দার হক) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **'জুলুমের পরিণতি'** নামক রিসালাটি অবশ্যই পড়ে নিন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সকল মুসলমানকে একে অপরের হক বিনষ্ট করা থেকে রক্ষা করো! আর এ বিষয়ে যেসব ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, তা থেকে সত্যিকার তাওবা করার এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়ার তওফীক দান করো! اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে **রমযানের** সময় মৃত্যুবরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যার মৃত্যু আরাফা দিবসের সময় (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম) হলো, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যার মৃত্যু সদকা দেয়াবস্থায় হলো, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৬, হাদীস ৬১৮৭) হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **রমযান** মাসে মৃতদের থেকে কবরের আযাবকে উঠিয়ে নেয়া হয়। (সরহুস সুদুর, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব

উম্মূল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রোযাবস্থায় যার মৃত্যু হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন।"

(আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৩/৫০৪, হাদীস ৫৫৫৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রমযানে ক্ষমা না হলে তবে কখন হবে!

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "এই **রমযান** তোমাদের নিকট এসেছে, এতে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। বঞ্চিত ঐ লোকেরাই, যে **রমযান**কে পেলো এবং তার ক্ষমা হলো না, যখন তার **রমযানে** ক্ষমা হয়নি তবে কখন হবে!"

(মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৬৬, হাদীস ৮৬২৮)

জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**রমযান** এসে গেছে, যা বরকতময় মাস, **আল্লাহ পাক** এর রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন, এতে

www.dawateislami.net

আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, আর এতে অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়, এতে একটি রাত রয়েছে, হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে একেবারেই বঞ্চিত থাকলো।"

(নাসায়ী, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১০৩)

শয়তানদেরকে শিকলে বন্দী করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন **রমযান** আসে তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, ১/৬২৬, হাদীস ১৮৯৯) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানদেরকে শিকলে বন্দী করা হয়। (বুখারী, ১/৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২৭৭) এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। (মুসলিম, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৭৯)

গুনাহতো হ্রাস পেয়েই থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থায় সাধারণতঃ এটাই দেখা যায় যে, **রমযানুল মুবারকে** আমাদের মসজিদগুলো অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশী জমজমাট হয়ে যায়, নেকীর কাজ করার ক্ষেত্রে সহজতা থাকে এবং এতটুকু তো অবশ্যই থাকে যে, **রমযান** মাসে গুনাহের ধারাবাহিকতা কিছুটা হলেও কমে যায়।

www.dawateislami.net

যখনই শয়তানরা মুক্তি পায়!

রমযানুল মুবারক বিদায় নিতেই অবাধ্য শয়তানরা মুক্ত হয়ে যায় এবং আফসোস! গুনাহের জোর খুব বেড়ে যায়। বিশেষকরে ঈদের দিন গুনাহের খুবই আধিক্য হয়ে যায়, যেন এক মাসের বন্দিত্বের কারণে শয়তানরা সীমাহীন ক্ষিপ্ত ছিলো আর **রমযানুল মুবারক** মাসের সকল অপূর্ণতা সে ঈদের দিনেই পূর্ণ করে নিতে চায়, বিনোদন কেন্দ্রগুলো বে-পর্দা নারী ও পুরুষে ভর্তি হয়ে যায়, ঈদের জন্য নতুন নতুন সিনেমা এবং নতুন নাটক লাগানো হয়, আহা! শয়তানের হাতে অসংখ্য মুসলমান খেলনায় পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু এমন সৌভাগ্যবানও আছে, যারা **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতে**র স্মরন থেকে উদাসীন হয় না এবং শয়তানের প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে।

অগ্নিপূজারী রমযান মাসের সম্মান করলো তাই....(ঘটনা)

বুখারা শহরে এক অগ্নিপূজারী বাস করতো, একবার **রমযান শরীফে** সে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার অতিক্রম করছিলো, তার ছেলে প্রকাশ্যভাবে কিছু খাওয়া শুরু করে দিলো, অগ্নিপূজারী তা দেখেই তার ছেলেকে একটি থাপ্পড় মেরে দিলো এবং শাঁসিয়ে বললো: তোমার **রমযানুল মুবারক** মাসে মুসলমানদের বাজারে প্রকাশ্যভাবে খেতে লজ্জা করে না! ছেলেটি বললো: আব্বাজান! আপনিও তো **রমযান শরীফে** খান। পিতা বললো: আমি মুসলমানদের সামনে খাইনা, আমার ঘরের ভেতর লুকিয়ে খাই, এ বরকতময় মাসের অসম্মান করিনা। কিছু দিন পর ওই লোকের মৃত্যু হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

কেউ তাকে স্বপ্নে জান্নাতে ঘুরাফেরা করতে দেখে খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: তুমিতো অগ্নিপূজারী ছিলে, জান্নাতে কিভাবে এসে গেলে? সে বলতে লাগলো: "আসলেই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম, কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন **আল্লাহ পাক রমযানের সম্মান প্রদর্শনের বরকতে আমাকে ঈমানের মহান সম্পদ এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দান করে ধন্য করেছেন।**" (নুযহাতুল মাজালিস, ১/২১৭)

রমযানে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়াবী শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? **রমযানুল মুবারকে**র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে একজন অগ্নিপূজারীকে **আল্লাহ পাক** ঈমানরূপী সম্পদ দান করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতরাজি দ্বারা ধন্য করেছেন। এ ঘটনা থেকে আমাদের বিশেষ করে সেইসব উদাসীনদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও **রমযানুল মুবারকে** প্রথমত তারা রোযা তো রাখেনা, তদুপরি চোরের মায়ের বড় গলা যে, রোযাদরের সামনেই সিগারেট টানতে থাকে, পান চিবুতে থাকে, এমনকি অনেকে তো এতোই দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে পানি পান করে বরং খাবার খেতেও লজ্জাবোধ করে না। এমন লোকদের জন্য কিতাবগুলোতে কঠোর শাস্তির আদেশ রয়েছে

আপনি কি মরবেন না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! গভীরভাবে ভাবুন!! যখন রোযা না রাখার দুনিয়াতেই এমন কঠিন শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে (এ

www.dawateislami.net

শাস্তি অবশ্য ইসলামী শাসকই দিতে পারেন) তখন আখিরাতের শাস্তি কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর হবে! মুসলমানরা! হুঁশে ফিরে আসুন! কতদিন এ দুনিয়ায় উদাসীন হয়ে থাকবেন? আপনি কি মরবেন না? দুনিয়ায় কি সর্বদা এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবেন? মনে রাখবেন! একদিন না একদিন অবশ্যই মৃত্যু আসবে এবং আপনার জীবনের বাঁধন ছিন্ন করে নরম ও আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে মাটির উপর শায়িত করে দেবে, প্রত্যেক প্রকারের প্রশান্তিদায়ক আসবাব দ্বারা সু-সজ্জিত কক্ষ থেকে বের করে অন্ধকার কবরে পৌঁছিয়ে দেবে, এরপর অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবেনা, এখনো সময় আছে, গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিন আর রোযা-নামাযের অনুসারী হয়ে যান।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে ভরা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে কল্যাণ নসীব হবে। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যেমনটি এক ইসলামী ভাই ১৯৮৭ ইং থেকে ১৯৯০ ইং পর্যন্ত ১টি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলো। প্রতিদিনের

ঝগড়া-ফ্যাসাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে দেশের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর ০৩/১১/১৯৯০ ইং তারিখে তাকে ওমানের রাজধানী মসকটের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরীতে পাঠিয়ে দিলো। ১৯৯২ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন ইসলামী ভাই কাজের জন্য তারই ফ্যাক্টরীতে যোগ দিলো। তার ইনফিরাদী কৌশিশে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নামাযী হয়ে গেলো। ফ্যাক্টরীর পরিবেশ খুবই খারাপ ছিলো, শুধু তাদের বিভাগটাই ধরুন, যেখানে ৮/৯টি টেপ রেকর্ডার ছিলো, যেগুলোতে বিভিন্ন ভাষায় যেমন উর্দূ, পাঞ্জাবী, পুশতু, হিন্দী এবং বাংলা ইত্যাদি ভাষায় উচ্চ আওয়াজে গান চালাতে থাকতো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার গান বাজনার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেলো। উভয়ের পরামর্শক্রমে তারা দু'জন মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালাতে শুরু করে দিলো। শুরুতে অনেকে বিরোধীতাও করেছিলো, কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর বরকত স্বয়ং তাদের উপরই প্রতিফলিত হতে লাগলো। বিশেষত: **কবরের প্রথম রাত, রঙ্গিন দুনিয়া, হতভাগা দুলহা, কবরের চিৎকার এবং ৩টি কবর** নামক বয়ান সমূহ তাদেরকে প্রভাবিত করলো, আখিরাতের প্রস্তুতির মাদানী ভাবনা অর্জিত হলো এবং তাদের অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করতে লাগলো। এ সময় আরো কিছু লোক সুন্নাতে ভরা বয়ানে প্রভাবিত হয়ে বন্ধু হয়ে গেলো। যে

www.dawateislami.net

তাদের মাদানী কাজে লাগিয়ে ছিলো সেই আশিকে রাসূল চাকরী ছেড়ে দেশে ফিরে গেলো। তারা দেশ থেকে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ৯০টি ক্যাসেট চেয়ে আনলো। **প্রথমদিকে তাদের ফ্যাক্টরীতে ৫০/৬০ জন নামাযী ছিলো, বয়ান শুনে শুনে নামাযীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে** اَلْحَمْدُ لِلّٰه **২০০ থেকে ২৫০ তে পৌছলো।** তারা ৪০০ ওয়ার্ড এর মূল্যবান সাউন্ডবক্স কিনে তাদের ভবনের দেয়ালে লাগিয়ে দিলো এবং ধুমধাম করে ক্যাসেট চালাতে লাগলো, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত, নাত **শরীফ** এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর নিয়ম বানিয়ে নিলো। ধীরে ধীরে তাদের নিকট ৫০০টি ক্যাসেট জমা হয়ে গেলো। তার বর্ণনা হলো যে, আমি সহ ৫ জন ইসলামী ভাই নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মসজিদ দরস শুরু হয়ে গেলো, অতঃপর কিছুদিন পর ধীরে ধীরে তাদের ফ্যাক্টরীতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়ে গেলো, ইজতিমায় প্রায় ২৫০ জন ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতো, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো। চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত আসতে লাগলো, অসংখ্য ইসলামী ভাই নিজেদের মুখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দাঁড়ি মুবারক সাজিয়ে নিলো, ২০/২৫ জন ইসলামী ভাইয়ের মাথায় পাগড়ীর মুকুট শোভা পাচ্ছিলো। আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার প্রথমদিকে ক্যাসেট চালানোর ব্যাপারে নিষেধ করতো, কিন্তু বয়ানের ক্যাসেটের শব্দ তার কানে মধু বর্ষণ করলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه অবশেষে সেও প্রভাবিত হয়ে গেলো,

www.dawateislami.net

শুধু প্রভাবিত নয় বরং নামাযীও হয়ে গেলো এবং এক মুষ্টি দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো।

ঐ ইসলামী ভাই দেশে ফিরে এসেছে এবং তার বাবুল মদীনা করাচীর ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সুন্নাতের খিদমতের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহই সংশোধনের মাধ্যম হলো। প্রত্যেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উচিৎ যে, তারা যেন সুন্নাতে ভরা বয়ান বা মাদানী মুযাকারার কমপক্ষে একটি ক্যাসেট প্রতিদিন শুনার অভ্যাস গড়ে তোলে, اِنْ شَآءَ الله এমন বরকত অর্জিত হবে যে, উভয় জগতের তরী পাড় হয়ে যাবে।[১]

উদাসীনভাবে নেকীর দাওয়াত শ্রবন করা কাফেরের বৈশিষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন! মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট শুনারও কি পরিমাণে বরকত রয়েছে।[২] এসব ভাগ্যবানদেরই জন্য, অন্যথায় অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যারা অনেক দিন ধরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা মাদানী রঙ্গে রঙ্গীন হতে পারে না। সম্ভবত এর একটি বড় কারণ এটাও হতে পারে যে, তারা বসে মনোযোগ

১. সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকতের বিস্তারিত জানার জন্য "বয়ানাত কি কারিশমাত" নামক পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন। ------মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

২. ভাবাবেশ পূর্ণ বয়ানের ক্যাসেট এবং মেমোরী কার্ড মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

সহকারে বয়ান শ্রবন করে না, অন্য মনষ্ক হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে তাকিয়ে বা মোবাইল ফোন অথবা কথাবার্তা বলতে বলতে শুনলে বয়ানের বরকত কিভাবে অর্জিত হবে! মনে রাখবেন! উদাসীন ভাবে উপদেশ শ্রবণ করা কাফেরের বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের এই স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, যেমনটি ১৭ পারার সূরা আম্বিয়া এর ২ ও ৩ নং আয়াতে **আল্লাহ রাব্বুল ইযযত** ইরশাদ করেন:

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ﴿۲﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২ ও ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা শুনেনা, কিন্তু খেলা কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে।

সারা বছরের নেকী নষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জান্নাতকে মাহে **রমযানের** জন্য এক বছর থেকে অপর বছর পর্যন্ত সাজানো হয়, অতঃপর যখন **রমযান** মাস আসে তখন জান্নাত বলে: **"ইয়া আল্লাহ!** আমাকে এই মাসে তোমার বান্দাদের থেকে (আমার মাঝে) বসবাসকারী দান করো!" আর হুরেরা বলে: **"ইয়া আল্লাহ!** এ মাসে আমাদেরকে আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে স্বামী দান করুন।" অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে যে, না কোন নেশা জাতীয় বস্তু পান

www.dawateislami.net

করেছে, না কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে এবং না কোন গুনাহ করেছে তবে **আল্লাহ পাক** প্রতিটি রাতের বিনিময়ে একশত হুরের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিবেন আর তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণ, রূপা, পদ্মরাগ ও পান্নার এমন অট্টালিকা তৈরী করবেন যে, যদি সমগ্র দুনিয়া একত্রিত হয়ে যায় তবুও এবং এ অট্টালিকায় এসে যায়, তবু সেই অট্টালিকার এতটুকু জায়গা দখল করবে, যতটুকু ছাগলের বেষ্টনী-বেড়া দুনিয়ার জায়গা ঘিরে থাকে আর **যে ব্যক্তি এ মাসে কোন নেশা জাতীয় বস্তু পান করলো কিংবা কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলো অথবা এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করলো তবে আল্লাহ পাক তার এক বছরের আমল (নেকী) নষ্ট করে দিবেন।** সুতরাং তোমরা **রমযান** মাসের বেলায় অলসতা করাকে ভয় করো, কেননা এটা **আল্লাহ পাক**র মাস। **আল্লাহ পাক** তোমাদের জন্য **১১** মাস সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করো আর নিজের জন্য একটি মাসকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা **রমযান** মাসের বেলায় ভয় করো।" (মুজামূল আওসাত, ২/ ৪১৪, হাদীস ৩৬৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যেখানে মাহে **রমযানুল মুবারকে**র প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য পরকালীন পুরস্কার ও সম্মানের সুসংবাদ রয়েছে, সেখানে এই বরকতময় মাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকরে এতে গুনাহ সম্পাদনকারীর জন্য শাস্তির ঘোষণাও এসেছে। এ হাদীসে পাকে নেশা জাতীয় বস্তু পান করা ও মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা

www.dawateislami.net

হয়েছে, মনে রাখবেন! মদ হচ্ছে **উম্মুল খাবাইচ** (অর্থাৎ সকল অপকর্মের মূল), তা পান করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে জিনিষ বেশী পরিমাণে নেশার উদ্রেক করে, তা সামান্য পরিমাণও হারাম।" (আবু দাউদ, ৩/৪৫৯, হাদীস ৩৬৮১)

দোযখীদের রক্ত এবং পুঁজ

মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ, হাদীসে পাকে রয়েছে: "যে ব্যক্তি কোন মু'মিন সম্পর্কে এমন কথা বললো, যা তার মাঝে নেই, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে (অপবাদদাতা) ততক্ষণ পর্যন্ত **'রাদগাতুল খাবাল'** এ রাখবেন, এমনকি সে তার কথিত কথা থেকে বের হয়ে যাবে।" (আবু দাউদ, ৩/৪২৭, হাদীস ৩৫৯৭) **রাদগাতুল খাবাল** হচ্ছে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে দোযখীদের রক্ত এবং পুঁজ জমা হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৩১৩) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই অংশ "এমনকি সে তার কথিত কথা থেকে বের হয়ে যাবে" এর আলোকে বলেন: "এদ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, সে যেই শাস্তির অধিকারী হয়েছিলো তা ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে যাবে।"

(আশিয়্যাতুল লুমআত, ৩/২৯০)

রমযানে পাপাচারী

সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় ইরশাদ হচ্ছে: "আমার উম্মত

www.dawateislami.net

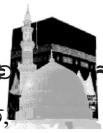

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে **রমযানের** প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।" আরয করা হলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **রমযানের** প্রতি কর্তব্য পালন না করাতে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া কি?" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"এই মাসে সেসব হারাম কাজ করা।" তারপর ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে যেনা করলো বা মদ পান করলো, তবে আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ পাক ও যত সংখ্যক আসমানী ফিরিশতা রয়েছে সবাই তার উপর অভিশাপ করতে থাকবে, সুতরাং সেই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বেই মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো, কেননা যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহের বিষয়ও।"** (মু'জামু সগীর, ১/২৪৮)

اَسْتَغْفِرُ الله تُوْبُوْا اِلَى الله!

অন্তরের কালো বিন্দু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! মাহে **রমযানের** গুরুত্ব না দেয়ার মতো কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করুন। এই বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যেমনিভাবে নেকী বৃদ্ধি হয়ে যায়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহের ধ্বংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি হয়ে যায়। **রমযান শরীফ** ছাড়াও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চাই। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

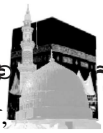

"যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বন্দু সৃষ্টি হয়, যখন এই গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয় তখন তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায় এবং যদি আবারো গুনাহ করে তবে সেই বিন্দু বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি সম্পূর্ণ অন্তর কালো হয়ে যায়, এবং এটিই সেই রঙ যার আলোচনা **আল্লাহ পাক** এভাবে করেছেন:

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ কখনো নয়, বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃত কর্মগুলো।

(তিরমিযী, ৫/২২০, হাদীস ৩৩৪৫)

অন্তরের কালো বিন্দুর চিকিৎসা

এই কালো অন্তরের (কলবের) চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী এবং এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে কোন শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী কামিল পীর সাহেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনও, সুতরাং এমন কোন মুর্শিদের মুরীদ হয়ে যান, যিনি পরহেযগার এবং সুন্নাতের অনুসারী, যার সাক্ষাত **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরন করিয়ে দেয়, যার কথা নামায ও সুন্নাতের প্রতি ধাবিত করে, যার সংস্পর্শ কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি সৌভাগ্যবশত এ ধরনের পীরে কামেল মিলে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله সত্যিকার তাওবা করার সৌভাগ্য নসীব হবে এবং **আল্লাহ রাব্বুল ইযযতে**র দয়ায় অন্তরের কালো বিন্দুর চিকিৎসা হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

গুনাহ ক্ষমা করানোর জন্য ৮টি আমল

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৯১১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম"** অনুদিত ৪র্থ খন্ড এর ১৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, গুনাহ করার পর যখন ৮টি নেক আমল করা হয় তখন এর (গুনাহের) ক্ষমার আশা করা যায়। চারটি আমলের সম্পর্ক অন্তরের সাথে: (১) তাওবা বা তাওবার প্রতিজ্ঞা (২) গুনাহ থেকে বিরত থাকার কামনা (৩) আযাবের ভয় (৪) ক্ষমা পাওয়ার আশা। চারটি আমলের সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে: (১) দুই রাকাত (তাওবার) নামায আদায় করা (২) ৭০বার ইস্তিগফার পাঠ করা এবং ১০০ বার سُبْحٰنَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করা (৩) সদকা করা (৪) রোযা রাখা।

তু সাচ্চি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়
পায়ে তাজেদারে হারাম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

কবরের ভয়ানক দৃশ্য!

বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মুমিনিন হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم একদা কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি নতুন কবরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, তখন মনে মনে তার অবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল হলো, সুতরাং **আল্লাহ পাকের** মহান দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ!** এই মৃতের অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করে দাও!" **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁর ফরিয়াদ তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর

www.dawateislami.net

হলো এবং দেখতে দেখতেই তাঁর ও মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো! তখন একটি কবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসলো! দেখলেন যে, মৃত লোকটি আগুনের মাঝে জড়িয়ে আছে এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট এভাবে ফরিয়াদ করছিলো:

يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّارِ۔

অর্থাৎ "হে আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ)! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি।" কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার হায়দারে কাররার হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অস্থির করে তুললো। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আপন **দয়ালু প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাক**র দরবারে হাত উঠিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী (كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم)! এর পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা সে **রমযানুল মুবারক**কে অসম্মান করতো, **রমযানুল মুবারকে**ও গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না, দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।" মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হয়ে গেলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: "**হে আল্লাহ!** আমার মান সম্মান তোমার হাতে, এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমাকে ডেকেছে, হে আমার **মালিক!** তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করোনা, তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করো এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত সায়্যিদুনা আলী

www.dawateislami.net

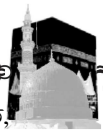

كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ পাকর** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠলো এবং আওয়াজ আসলো: "হে আলী (كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم)! আমি তোমার ভগ্ন হৃদয়ের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং সেই মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।

(আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা)

কিউ না মুশকিল কোশা কহোঁ তুম কো!
তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের সাথে কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা কী বলবো! **আল্লাহ পাকর** দানক্রমে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কবরবাসীদের সাথে কথা বলতেন। আরো একটি ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে: যেমনটি প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে মদীনায়ে মুনাওয়ারার কবরস্থানে গেলাম। হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কবরবাসীদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন: হে কবরবাসী! তোমরা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বলবে নাকি আমিই তোমাদের বলবো? হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমরা কবর থেকে " وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

www.dawateislami.net

اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ" এর আওয়াজ শুনলাম এবং কেউ বলছিলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনিই বলুন যে, আমাদের মৃত্যুর পর কি ঘটেছে? হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: শুনো! তোমাদের সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, তোমাদের স্ত্রীরা আবার বিয়ে করেছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এতিমদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছে, যেই ঘর তোমরা খুবই মজবুত করে তৈরী করেছিলে, সেগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বসবাস করছে। এবার তোমরা তোমাদের অবস্থা শোনাও। একথা শুনে একটি কবর থেকে আওয়াজ আসলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আমাদের কাফন ফেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, আমাদের চুলগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আমাদের চামড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমাদের চোখগুলো চেহারার উপর এসে গেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্রগুলো থেকে পূঁজ বয়ে যাচ্ছে আর আমরা যা কিছু পূর্বে প্রেরন করেছি (অর্থাৎ যেমন আমল করেছি) তেমনি ফল পাচ্ছি, যা কিছু ছেড়ে এসেছি তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। (শরহুস সূদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ২৭/৩৯৫)

রমযানের রাতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত ঘটনা দু'টিতে আমাদের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। জীবিত মানুষ খুবই লাফালাফি করে; কিন্তু যখন মৃত্যুর শিকার হয়ে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখ বন্ধ হবার পরিবর্তে বাস্তবিক পক্ষে খুলেই যায়। সৎকার্যাদি ও **আল্লাহ পাকর** পথে প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে; কিন্তু যে সম্পদ রেখে যায় তাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুবই কম, ওয়ারিশগণের

www.dawateislami.net

পক্ষ থেকে এ আশা খুবই কম থাকে যে, তারা তাদের মরহুম প্রিয়জনের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য অধিকহারে সম্পদ ব্যয় করবে, বরং মৃত্যুবরণকারী যদি হারাম ও অবৈধ সম্পদ, উদাহরণ স্বরূপ; গুনাহের উপকরণাদি যেমন বাদ্যযন্ত্র, ভিডিও গেমসের দোকান, মিউজিক সেন্টার, সিনেমা হল, মদের বার, জুয়ার আড্ডা, ভেজাল মিশ্রিত মালের ব্যবসা ইত্যাদি রেখে যায়, তবে সেই মৃতের জন্য মৃত্যুর পর কঠিন ও অকল্পনীয় ক্ষতিই রয়েছে। **কবরের ভয়ানক দৃশ্য** নামক ঘটনায় **রমযানুল মুবারকে**র প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীর ভয়ানক পরিণতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আহ! আফসোস! শত আফসোস!! **রমযানুল মুবারকে**র পবিত্র রাতে অনেক যুবক মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলে থাকে, অনেক চিৎকার চেচামেচি করে এবং এভাবে এসব হতভাগারা নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, অন্যান্যদের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে যায়, না তো নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যকে ইবাদত করতে দেয়। এ ধরণের খেলাধুলা **আল্লাহ পাকে**র স্মরন থেকে উদাসীনকারী। নেককার লোকেরা তো এসব খেলাধুলা থেকে সর্বদা দূরে থাকে, নিজেরা খেলাতো দূরের কথা, এমন খেলা তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরণের খেলাধূলার ধারাভাষ্যও (Commentary) শুনেন না।

রমযান মাসে সময় কাটানোর জন্য....

অনেক মূর্খ এমনও রয়েছে, যারা রোযা তো রাখে, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় কাটে না! সুতরাং তারাও **রমযান শরীফে**র মর্যাদাকে

www.dawateislami.net

পাশ কাটিয়ে নাজায়িয কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় 'কাটায়' আর এভাবে **রমযান শরীফে** দাবা, তাস, লুডু, গান-বাজনা এবং স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! দাবা ও তাস ইত্যাদিতে কোন ধরণের বাজি কিংবা শর্ত না লাগালেও এ খেলা নাজায়িয। বরং তাসে যেহেতু প্রাণীর ছবির প্রতি সম্মান করা হয়ে থাকে, সেহেতু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাধারণত তাস খেলাকেও হারাম লিখেছেন। যেমনটি তিনি বলেন: গানজিফাহ (পাতা দ্বারা এক প্রকার খেলার নাম এবং) তাস সাধারনত হারাম, কেননা এতে ক্রিয়া কৌতুক ছাড়াও ছবির সম্মান রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/১৪১)

উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে জান্নাতপ্রার্থী রোযাদার ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলোকে অনর্থক ও অশ্লিল কথাবার্তার মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে অমূল্য মনে করুন, তাস খেলা ও সিনেমার গান গাওয়ার মাধ্যমে সময় "কাটানোর" (নষ্ট করার) পরিবর্তে কোরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদের মাধ্যমে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। ক্ষুধা-পিপাসার প্রবলতা যত বেশি অনুভুত হবে, ধৈর্যধারণ করার কারণে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: " اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُهَا অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত হচ্ছে তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়।" **(শরহিল তাইয়্যিবি আলা মিশকাতুল মাসাবিহ, ৫/১৭২৯, ২২৬৭ নং হাদীসের পাদটিকা)**

www.dawateislami.net

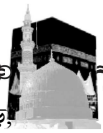

ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ইবাদতে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশী হয়ে যাওয়াতে সাওয়াব ও ফযীলত বৃদ্ধি পেয়ে যায়।" (শরহে মুসলিম লিন নববী, ৪/১৫২) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "দুনিয়ায় যে নেককাজ যত কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লাও ততো বেশি ভারী হবে।"

(তাযকিরাতুল আওলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা)

রোযা অবস্থায় বেশি ঘুমানো

হুজ্জাতুল ইসলাম সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'কীমিয়ায়ে সা'আদাত'** কিতাবে বলেন: "রোযাদারের জন্য সুন্নাত হচ্ছে যে, দিনের বেলায় বেশিক্ষণ না ঘুমানো; বরং জাগ্রত থাকা, যাতে ক্ষুধা ও দূর্বলতার প্রভাব অনূভব হয়।" (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ১/২১৬) (যদিওবা কম শোয়া উত্তম, তারপরও যদি কারো অধিকার হরন না হয় এবং কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে প্রয়োজনীয় ইবাদত করার পর কোন ব্যক্তি যদি পুরো দিন শুয়ে থাকে, তবে সে গুনাহগার হবে না)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি রোযা রেখে দিনভর ঘুমিয়ে সময় অতিবাহিত করে, সে রোযা সম্পর্কে কিইবা বুঝবে? একটু চিন্তা করুন তো! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো বেশি ঘুমাতেও নিষেধ করেছেন যে, এভাবেও সময় অনর্থক কেটে যাবে। তবে যারা খেলা-ধুলা ও হারাম কাজে সময় নষ্ট করে তারা কতোই না বঞ্চিত ও দূর্ভাগা। এই বরকতময় মাসের গুরুত্ব দিন, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন, এতে খুশী মনে রোযা রাখুন এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! রমযানের ফয়য দ্বারা প্রত্যেক মুসলমানকে ধন্য করো। আমাদেরকে এই বরকতময় মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করার সৌভাগ্য দান করো এবং এর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন করা থেকে বিরত রাখো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারক মাসের সম্মান করাকে অন্তরের মাঝে আগ্রহকে বাড়াতে, এর বরকত লাভ করতে, অধিকহারে নেকী অর্জন করতে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিতে আর আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। اِنْ شَآءَ الله সেই সফলতা অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। এক আশিকে রাসূলের হৃদয় উদ্ভাসিত "মাদানী বাহার" শুনুন এবং দূলে উঠুন: যেমনটি এক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী ইনআমাতের প্রতি ভালবাসা ছিলো এবং প্রতিদিন "ফিকরে মদীনা" করা তার অভ্যাসও ছিলো। একবার আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে বেলুচিস্তান সফরে ছিলো। সে সময় তার প্রতি দয়ার দরজা খুলে গেলো! হলো কি, রাতে যখন ঘুমালো তখন তার ভাগ্য চমকে উঠলো, স্বপ্নে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাশরীফ** নিয়ে আসলেন, তখনো সে সৌন্দর্য্যের মোহে মগ্ন ছিলো, ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল বর্ষিত

www.dawateislami.net

হতে লাগলো, শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো: **"যারা মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন 'ফিকরে মদীনা' করে, আমি তাদেরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।"**

শুকরিয়া কিউ কর আদা হো আ'প কা ইয়া মুস্তফা
হে পড়োসী খুলদ মে আপনা বানায়া শুকরিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিক্‌রে মদীনা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতকে কল্যাণময় করার জন্য প্রশ্নাকারে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, দ্বীনি ছাত্রদের জন্য ৯২টি এবং দ্বীনি ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি আর মাদানী মুন্নাদের জন্য ৪০টি তাছাড়া বিশেষ ইসলামী ভাই অর্থাৎ বোবা বধিরদের জন্য ২৫টি মাদানী ইনআমাত পেশ করা হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে এতে দেয়া ছক পূরন করে প্রতি মাদানী মাসের **১ম** তারিখেই আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। নিজের গুনাহের হিসাব করা, কবর ও হাশরের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা এবং নিজের ভাল-মন্দ কাজের পরিসংখ্যান করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরন করাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ফিক্‌রে মদীনা করা বলা হয়। আপনিও এই রিসালা

www.dawateislami.net

সংগ্রহ করুন, যদি এখনই পূরণ করতে না চান তবে করবেন না, অন্তত এতটুকু তো করুন যে, ওলীয়ে কামিল, আশিকে রাসূল, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ২৫ তারিখ ওরশ **শরীফে**র সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ সেকেন্ডের জন্য পৃষ্ঠা গুলোতে দৃষ্টি প্রদান করুন। اِنۡ شَآءَ الله দেখতে দেখতে পড়ার, পড়তে পড়তে ফিকরে মদীনা করার এবং এই রিসালার ছক পূরন করার মন-মানসিকতা তৈরী হবে আর যদি ছক পূরন করার অভ্যাস হয়ে যায়, তবে اِنۡ شَآءَ الله এর বরকত আপনি নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

মাদানী ইন্‌আমাত পর করতা হে জু কোয়ী আমল
মাগফিরাত কর বেহিসাব উসকি খোদায়ে লাম ইয়াযাল

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মারহাবা সদ মারহাবা! ফির আ'মদে রমযান হে

মারহাবা সদ মারহাবা! ফির আ'মদে রমযান হে
খুল উঠে মুরঝায়ে দিল তাজা হুয়া ঈমান হে

ইয়া খোদা হাম আচিউঁ পর ইয়ে বড়া এহসান হে
জীন্দেগী মে ফির আতা হাম কো কিয়া রমযান হে

তুঝ পে সাদকে জাওঁ রমযাঁ! তু আযমুশ্মান হে
তুঝ মে নাযিল হক তায়ালা নে কিয়া তোরআন হে

আবরে রহমত ছা গিয়া হে এবং সামাঁ হে নূর নূর
ফযলে রব সে মাগফিরাত কা হো গেয়া সামান হে

হার গড়ি রহমত ভরি হে হার তরফ হে বরকতেঁ
মাসে রমযাঁ রহমতোঁ অউর বরকতোঁ কি কান হে

আ'গেয়া রমযাঁ ইবাদত পর করম আব বান্ধ লো
ফয়য লে লো জলদ ইয়ে দিন তিস কা মেহমান হে

আ'চিউঁ কি মাগফিরাত কা লে কর আয়া হে পায়াম
জুম জাও মুজরিমুঁ! রমযান মাহে গুফরান[১] হে

ভাইয়ু বেহনো! করো সব নেকীয়ুঁ পর নেকীয়াঁ
পড় গেয়ী দোযখ পে তালে কয়েদ মে শয়তান হে

ভাইয়ু বেহনো! গুনাহোঁ সে সভী তাওবা করো
খুলদ কে দর খুল গেয়ে হে দাখেলা আসান হে

কম হুয়া যোরে গুনাহ অউর মসজিদেঁ আ'বাদ হে
মাহে রমযানুল মুবারক কা ইয়ে সব ফয়যান হে

রোযাদারো! ঝুম জাও কিউকে দীদারে খোদা
খুলদ মে হোগা তুমহেঁ ইয়ে ওয়াদায়ে রহমান হে

দো জাহাঁ কি নে'য়মতেঁ মিলি হে রোযাদার কো
জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে

ইয়া ইলাহী! তু মদীনে মে কভী রমযাঁ দেখা
মুদ্দতোঁ সে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৫ পৃষ্ঠা)

---

১. মাগফিরাত, ক্ষমা, মাগফিরাত করা।

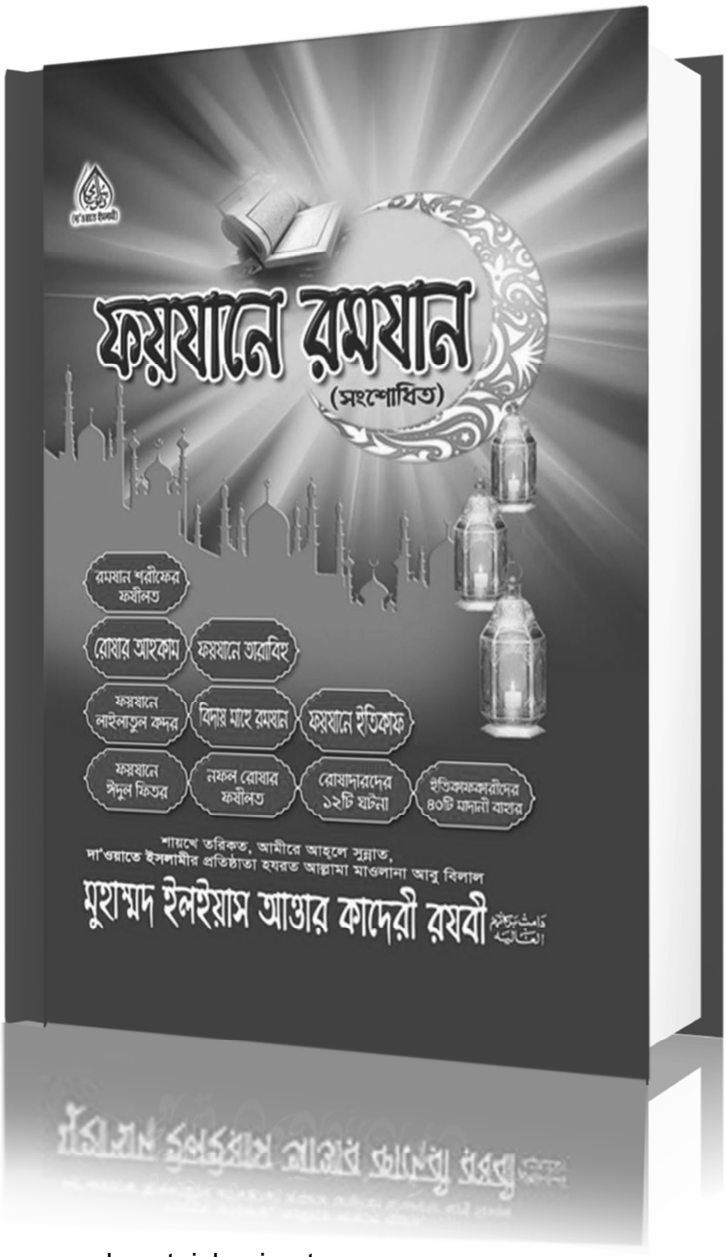

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net